দুর্নীতি বিরোধী অভিযান মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা চলছে

নির্বাচনে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে সেনাবাহিনীকে রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে টহল দিতে দেখা যায় –ইত্তেফাক

বিশিষ্ট নাগরিকদের অভিমত

।। এজাজ হোসেন ।।

নির্বাচনের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে দৃশ্যপট। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রার্থী হিসেবে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত, দণ্ডিত প্রার্থীরা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ বিষয়টিকে ভালভাবে নিচ্ছেন না। তারা ধারণা করছেন, এর মাধ্যমে ওয়ান ইলেভেনের পর শুরু হওয়া দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমকে মিথ্যে প্রমাণ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রায় একশ' প্রার্থী দুর্নীতি ও ঋণ খেলাপীর অভিযোগ মাথায় নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে আবার দুজন দন্ডিত প্রার্থীও আছেন। আইনি বিবেচনায় এসব প্রার্থীদের প্রার্থিতা নিয়ে কোন ঝামেলা নেই। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া শেষ করেই তারা নির্বাচনে অংশ নিতে গেছেন। তাই অনেক জটিলতার সৃষ্টি হলেও শেষ মুহূর্তে নির্বাচন কমিশন এসব প্রার্থীরা যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক আসনের জন্যে নতুন করে আবার ব্যালট পেপার ছাপতে হচ্ছে। কিন্তু ঝামেলাটা বেঁধেছে অন্যত্র, মানুষের মনে। অনেকক্ষেত্রে আবার এসব প্রার্থীর 'বডি ল্যাঙ্গুয়েজ'

সাধারণ মানুষকে ভিন্ন বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে, তাদের ধারণাকে উস্কে দিচ্ছে। অনেকের ধারণা, কোনক্রমে নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে পারলে সব অভিযোগ থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। আদালতে গিয়ে একটু কথা বলার জন্যে বিশিষ্ট আইনজীবীদের চেম্বারে দৌড়-ঝাঁপেরও খবর পাওয়া যাচ্ছে।

এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় গতকাল শনিবার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোজাফফর আহমদ বলেছেন, দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমকে ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা চলছে। তবে আমি আশা করি আদালতে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাগুলো চালু থাকবে। কারণ এগুলোতো কেউ প্রত্যাহার করে নেয়নি। আর নির্বাচনে জিতলেই যদি এসব মামলা প্রত্যাহার হয়ে যায় তাহলে দেশে আইনের শাসন থাকে না। তিনি আরো বলেন, মানুষ যদি জেনে-বুঝে খারাপ প্রার্থীকে ভোট দেয় তাহলে বুঝতে হবে মানুষই খারাপ। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে তিনি হতাশ কিনা এ প্রশ্ন করা হলে - প্রফেসর আহমেদ বলেন, আমি হতাশ নই। দেশে যখন আইন আছে তখন আইনের শাসন থাকবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত, দণ্ডিত ও অন্য কারণে অভিযুক্ত প্রার্থীদের প্রার্থী হওয়াটা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত। তবে আইনি প্রক্রিয়ায় এটা ঘটছে। আমরা এটা মানতে বাধ্য। তারপরও নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে এমন একটা পরিস্থিতির কারণে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠান জটিল হয়ে গেল। এমন পরিস্থিতি অতীতে আমরা আর দেখিনি। কাজেই সামগ্রিক বিবেচনায় নির্বাচন নানা মাত্রিক জটিলতার শিকার হতে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মন্তব্য শোনার পর নির্বাচন নিয়ে আমি এক ধরনের সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেছি।

অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান বলেছেন, সর্বশেষ নতুন করে প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয় আইনের কিছু ফাঁক-ফোকর ছিল। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও হয়তোবা কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা ছিল। যে কারণে এমনটি হয়েছে। তবে উল্লেখিত ঘরানার প্রার্থীদের মধ্যে অনেক ভাল প্রার্থীও আছেন। আমরা আশাবাদী কারণ, দুটি বড় দলই তাদের

নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করেছে। একই সঙ্গে তারা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেয়ার কথাও বলেছে। সুতরাং দুর্নীতিকে নীতি করার ব্যাপারটা এখন এতো সহজ হবে না। তিনি আরো বলেন, এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী দরকার জনগণের সচেতনতা। জনগণ সচেতন হলে আইনের ফাঁক-ফোকর গলে এরা বেরিয়ে এলেও জনতার আদালতে তাদের ঠিকই বিচার হবে। ড. আতিউর উল্লেখ করেন, নির্বাচন যাতে সত্যি সত্যিই হয় সে জন্যে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। বিশেষ করে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কড়া নজর রাখতে হবে যাতে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা সৃষ্টি না হয়। এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন করার নিরলসভাবে কাজ করার জন্যে তিনি নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ড. দিলারা চৌধুরী বলেন, যেখানে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের ৮০ শতাংশই প্রশ্নবিদ্ধ, সেখানে কিভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালু রাখা যাবে। কারণ যে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান এ সরকার শুরু করেছে সেটা অব্যাহত রাখতে হলে আগামীতে যারা সরকার গঠন করবে তাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন রয়েছে। এসব প্রশ্নবিদ্ধ লোক যখন নির্বাচনে জিতে আসবে এবং সরকার গঠন করবে তাদের কাছ থেকে এই রাজনৈতিক সদিচ্ছা আশা করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে আমি হতাশ এই কারণে যে, আদৌ দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চালানো সম্ভব হবে কিনা।